Gobardanga Hindu College

4th Semester, Bengali
MIL - Study Material

❋ প্রশ্ন :- বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো। ১০

উত্তর :- বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ – ১৯৪১) ধারাবাহিক কাহিনি বলার পরিবর্তে চরিত্রের আঁতের কথা প্রকাশ করতে বেশি আগ্রহী হয়ে পড়লেন। ' করুণা ' থেকে ' চার অধ্যায় ' পর্যন্ত লিখিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় –

১। রবীন্দ্র – উপন্যাসের প্রথম পর্ব : ১৮৮৩ – ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ

- ' বউ ঠাকুরানীর হাট ' (১৮৮৩), • ' রাজর্ষি ' (১৮৮৭)।

২। রবীন্দ্র – উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব : ১৯০৩ – ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ

- ' চোখের বালি ' (১৯০৩), • ' নৌকাডুবি ' (১৯০৬), • ' গোরা ' (১৯১০), • ' ঘরে বাইরে ' (১৯১৬), • ' চতুরঙ্গ ' (১৯১৬)।

৩। রবীন্দ্র – উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব : ১৯২৯ – ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ

- ' যোগাযোগ ' (১৯২৯), • ' শেষের কবিতা ' (১৯২৯), • ' দুই বোন ' (১৯৩৩), • ' মালঞ্চ ' (১৯৩৪), • ' চার অধ্যায় ' (১৯৩৪)।

- চোখের বালি : প্রথম আঁতের কথা প্রকাশ করলেন। মহেন্দ্র – বিনোদিনী – আশা – বিহারী প্রধান চরিত্রে নরনারীর সম্পর্কের টানাপোড়েন-ই উপন্যাসটির মূল বিষয়।

- গোরা : মহাকাব্যিক উপন্যাস। হিন্দুত্বের আদর্শে বিশ্বাসী গোরা উপন্যাসের শেষে যথার্থ ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

- শেষের কবিতা : প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে এক নতুন ধারণার কথা শোনা যায়। অমিত – লাবন্য – শোভনলাল – কেতকী চরিত্রের টানাপোড়েনে উপন্যাস এগোয়।

❋ রবীন্দ্র উপন্যাসের বৈশিষ্ট :

১। রবীন্দ্র উপন্যাস বুদ্ধিদীপ্ত, বিবেকবান মানুষের কথাকে প্রকাশ করেছে।
২। স্বাধীকারে প্রমত্ত নারীর ব্যক্তিত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।
৩। দেশ, কালের সার্বিক চেহারা উপস্থাপিত হয়েছে।

Gobardanga Hindu College

4th Semester, Bengali (Honours)
Paper – CC10 – Study Material

❋ প্রশ্ন :- গীতি কবিতা কাকে বলে ? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী ? একটি সার্থক গীতি কবিতার পরিচয় দাও ।

২ + ২ + ৬ = ১০

উত্তর :- • গীতি কবিতার সংজ্ঞা : যে কবিতায় কবি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ – অনুভূতিকে এক সাবলিল ও আন্তরিক গীতি প্রকরণ ভাষায় ব্যক্ত করে – তা –ই হল গীতি কবিতা । তবে কবির ব্যক্তিক ভাবাবেগকে এক বিশ্বাসযোগ্য বাচনিক রূপ ধারণ করতে হয় ।

• গীতি কবিতার বৈশিষ্ট্য :

১। গীতি কবিতা কোমলভাবে রসসিক্ত অনুভূতিময় সংহত প্রকাশরূপ ।

২। কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভাবাবেগের প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় – ‘ একলা কবির কথা ’ ।

৩। সংহত ও সংক্ষিপ্ত অবয়ব বিন্যাসে শব্দ, ছন্দ, সুর, তান এর ব্যঞ্জনা ।

৪। সম্ময়তা বা Subjectivity গীতি কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

• একটি সার্থক গীতি কবিতা : ‘ সারদামঙ্গল ’ (১৮৭৯)

বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতার ধারাটি প্রাচীন হলেও বিশুদ্ধ গীতি কবিতার মনোহর বংশী সুর প্রথম শোনা যায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যধারায় । ‘ সারদামঙ্গল ’ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন – ‘ মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি ’ । অর্থাৎ ‘ সারদামঙ্গল ’ কবির অন্তর্গত কল্পনার রমণীয় প্রকাশরূপ । কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তিনি সারদার মূর্তি রচনা করেছেন । দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবির বিরহ, মিলনের অশ্রু ভাবাতুর ও আনন্দ – বেদনাময় মুহূর্তগুলি রোমান্সের জ্যোতির্বলয় রূপে এবং অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের অনির্বচনীয় প্রকাশ ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে উঠেছে । সমন্বয়ের তীরে এসে সীমা – অসীমের দ্বন্দ্ব ঘুচলো –

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোকগে এ বসুমতি
যার খুশী তার

পরিশেষে এসব মিলে তৈরি হয়েছে সারদামঙ্গলের কাব্যরূপ । বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে মানব হৃদয়ের অভিন্ন যোগে যে অনুভূতি লাভ হয়, সারদাকে লাভ করে কবি সেই জগতে পৌছেছেন । ‘ সারদামঙ্গল ’ তাই বিশুদ্ধ গীতি কাব্য, বাংলা সাহিত্যের একটি স্মারক চিহ্ন ।

Gobardanga Hindu College

4th Semester, Bengali (Honours)
Paper – CC8 – Study Material

❋ প্রশ্ন :- বিনয় মজুমদারের ' এ জীবন ' কবিতায় মহাজীবনের অনন্ত প্রবাহ কীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে আলোচনা করো। ১০

উত্তর :- সাধনা ও আত্মিক অনুসন্ধান কবি বিনয় মজুমদারের কবি – সত্তায় নিহীত ছিল। তাঁর কবিতা যেন মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য বীজ। ' এ জীবন ' কবিতার শুরুতেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তরণের একটি আন্তরিক ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গে আছে ' ব্যক্তি আমি ' র সংকীর্ণ গন্ডি পেরিয়ে অসীমকে ছোঁওয়ার স্পর্ধা। ঘাস, মাটি, পশু, পাখি, আকাশ, বাতাস, হিমালয়, সমুদ্র, মানব সব মিলিয়েই তৈরী হয় মহাপৃথিবী। জড় – জীব সকলের উজ্জীবনের মধ্য দিয়েই এই মহাজীবনের অনন্ত প্রসন্ন প্রবাহমানতার উদ্ভাস। ' মানুষের ', ' বস্তুদের ', ' প্রাণীদের ' একক পৃথক পৃথক খন্ডিত অসংখ্য জীবন নয়, সব মিলিত হয়ে একটি-ই মাত্র জীবন নির্মিত হয়েছে, তা হল মহাজীবন।

সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম পংক্তিগুলো যেন সম্মেলক সঙ্গীত। জীবনের ধ্রুবপদ। মন্ত্রধ্বনির মত আমাদের স্পর্ষ করে। প্রকৃতি চেতনায় বৃক্ষ বন্দনার চির উজ্জ্বল ছবি। সত্তার শিকড়কে বাদ দিয়ে শুধু ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য খোঁজা এবং প্রকৃতিতে শুধু ' ব্যক্তি পূজার ' প্রচলিত রীতি ও সংকীর্ণতা কবির অভিপ্রেত নয়। তাই অনেকটা উদাসীনতা আর উপেক্ষার ছলে বলেন –

তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অত্যন্ত বিশিষ্ট ব'লে ফুলকে পৃথক ক'রে ভাবি –
প্রণয়িনী ফুল বলি, এ রীতিও রয়ে গেছে ; প্রকৃতিতে ব্যক্তি আছে,
ব্যক্তি পূজা আছে।

(এ জীবন, বিনয় মজুমদার)

কবিতার শেষ দুটি পংক্তিতে আছে আত্মদহনের কথা। জীবনের উপান্তে এসে কবি অধীত হয়েছেন – ' জীবন ফুরিয়ে এল, এইসব কথা জেনে খ্যাতি তৃপ্তি প্রণয়ের সেঁক '। আত্মদহনের যন্ত্রণা ভুলেছেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে। তাই কবিতার শেষে বলেন – ' চেয়ে চেয়ে শালবনে, বাঁশবনে এ জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। ' আসলে মহাজীবনের অনন্ত প্রবাহে থাকে প্রকৃতির সখ্যতা। থাকে প্রকৃতির আশ্রয়।

Gobardanga Hindu College

4th Semester, Bengali (Honours)
Paper – CC8 – Study Material

❋ প্রশ্ন :- ' বনলতা সেন ' কাব্যগ্রন্থের পাঠ্য কবিতাগুলিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কবিতাগুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে যেকোন চারটির নাম লেখো ।

উত্তর :- ক) ' স্বপ্ন ' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

খ) ' প্রথম যখন দেখা হয়েছিল ' – অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ।

গ) ' টু হেলেন ' – এডগার এলান পো ।

ঘ) ' দ্য ভোয়েজ ' – বোদলেয়ার ।

❋ প্রশ্ন :- ' তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ' – বনলতা কবির অনুভূতিতে কেমনভাবে ধরা দিয়েছেন ? ৩

উত্তর :- বাংলা সাহিত্যধারায় কবি জীবনানন্দের বনলতা সেন এক ব্যতিক্রমী কবিতা । আলোচ্য কবিতায় কবি ইতিহাস থেকে বর্তমানের অবিশ্রান্ত চলায় ক্লান্ত । দিকভ্রান্ত নাবিকের অস্থিরতা যখন তাকে গ্রাস করেছে, ঠিক তখনই বনলতা সেনের শান্ত আন্তরিক উপস্থিতি তাঁর কাছে, অকূল সমুদ্রের মাঝে জীবন্ত দ্বীপ হয়ে ধরা দিয়েছে । কবির হাল ভাঙা দিশাহীন নাবিক মন সেখানে স্বস্তি পেয়েছে, বেঁচে থাকার অর্থ পেয়েছে ।

Gobardanga Hindu College

4th Semester, Bengali (Honours)
Paper – CC8 – Study Material

❋ প্রশ্ন :- জীবনানন্দ দাশের ' রাত্রী ' কবিতায় চিত্রিত সমকালীন অবক্ষয় আলোচনা করো। ১০

উত্তর :- বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবি জীবনানন্দ দাশ একটি উজ্জ্বলতম নাম। তিনি যুগ মানসিকতার অভ্রান্ত রূপকার। তাঁর ' রাত্রী ' কবিতায় যে চিত্রকল্পটি ফুটে উঠেছে তা মূলত কলকাতার। এই শহরে হারিয়ে গেছে মায়া, মমতা নামক শব্দ। রাত্রির এই শহর যেন ঠিক মানুষের শহর নয়। সবাই যেন মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট অমানবিক সত্তায় আক্রান্ত। প্রথম দুটি স্তবকে কুষ্ঠরোগী ছাড়া আর কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এই শহরে কুষ্ঠরোগী তাই হাইড্র্যান্ট খুলে জল খেয়েছে। মোটরগাড়ি ও রিকসার চালকের উল্লেখ থাকলেও তারা যন্ত্রের সাথে একাকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতা নিরাপদ ছিল না। মহাযুদ্ধ কালীন কলকাতায় মাঝে মাঝেই বিমান হানা হত। কবি জীবনানন্দ এই পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন নয়। তাই ফিয়ার লেন ছেড়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট হয়ে ভৈরিটি বাজার সেই অন্ধকার পরিক্রমার অংশ হয়ে দাঁড়ায়। লেনদেন ও কামনারসে উত্তপ্ত এই জায়গার রুক্ষ হাওয়ায় মানুষ হারিয়েছিল মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ। এতকিছুর পরেও ইহুদী রমণীর গানে মুছে যায় মলিনতা। গানটিকে সে গেয়েছে নিজের সুরে, নিজের সুন্দর কোমল ভাবের প্রকাশে। কিন্তু তার পরেই তাঁর প্রশ্ন জাগে - ' কাকে বলে গান '। যারা ব্যবসাকে, কামবাসনাকে জীবনের শ্রেয় বলে ভেবেছে তারা কি গান বুঝবে ? এখানেই কবির জিজ্ঞাসা ও সংশয় ব্যক্ত হয়েছে ইহুদী রমণীর হাসিতে। রাত্রির কলকাতা আসলে লিবিয়ার জঙ্গল। এখানে যারা বাস করে তারা আসলে মানুষ নয়, মানুষ নামধারী জন্তু। তবু এই কবিতার শেষে লজ্জা রোধের ইঙ্গিত আশা জাগায় যে, মনুষ্যত্ব বুঝিবা সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়নি। রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে আছে। হয়তো তার মুক্তি ঘটবে সাতটি তাঁরার আলোয়। অপেক্ষা সেই দিনের।

Gobardanga Hindu College

4th Semester, Bengali (Honours)
Paper – CC8 – Study Material

❋ প্রশ্ন :- ' আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের ' – কোন্ কবির রচনা ? কবিতার নাম কী ? কাব্যগ্রন্থের নাম কী ? কোন্ ভারতবর্ষের কথা আলোচ্য পংক্তিতে ফুটে উঠেছে ? ১ + ১ + ১ + ২ = ৫

উত্তর :- আলোচ্য পংক্তিটির রচয়িতা হলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । পংক্তিটি কবির ' আমার ভারতবর্ষ ' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে । মূল কাব্যগ্রন্থের নাম 'মহাদেবের দুয়ার ' (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) ।

দারিদ্র, ক্ষুধা, অভাব, অত্যাচারে, অবিচারে, জর্জরিত দীন ভারতবাসীর বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কবি আলোচ্য পংক্তিটিতে । সেই সঙ্গে শোষিত মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকার প্রশ্নে শোষকদের বাদ দিয়ে মেহনতী মানুষদের নিয়ে নতুন ভারতবর্ষ গড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ।

❋ প্রশ্ন :- ' এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে / চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয় ' – কোন্ কবিতার অংশ ? কবি কে ? ' খাদ ' ও ' চাঁদ ' আলোচ্য পংক্তিটিতে কোন ভাবনা বহন করে ? ১ + ১ + ৩ = ৫

উত্তর :- আলোচ্য পংক্তিটি ' যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব ? ' কবিতার অংশ । পংক্তিটির রচয়িতা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ।

আলোচ্য পংক্তির মর্মার্থে বোঝা যায় জীবনের উপান্তে এসে কবি আত্মসমীক্ষা করেছেন । আত্মদহনে পুড়েছেন । তবে ' এখন ' বর্তমানে ' খাদ ' কোন ভৌগলিক খাদ নয়, এটি হল জীবন-আর মৃত্যুর মাঝামাঝি একটি অবস্থান । আর ' চাঁদ ' হল বাঁচার আশা, ভালোবাসার প্রতীক । অর্থাৎ জীবনের আহ্বান কবিকে ডেকেছে বারবার । আলোচ্য পংতিটিতে কবির গভীর জীবন প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে ।